জওয়াদুল করিম খান

এই গল্পসমূহে উল্লেখিত স্থান কাল পাত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিছু গল্প নানা সূত্রে জ্ঞাত গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত। প্রকাশিত মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

লেখক

‘কোনও কিছু ফেলনা নয়’ সিরিজ

গল্প -১: লাঠির গুণ

বনের মধ্যে পড়ন্ত বিকাল। খরগোশ ও সজাঁরু, দুই বন্ধু, গল্প করতে করতে বাড়ি ফিরছিল।

এই সময় কিছু একটাতে হোঁচট খেয়ে খরগোশ মহা বিরক্ত হয়ে এক লাথিতে তা পথ থেকে সরিয়ে দিল। সজাঁরু তা লক্ষ্য করছিল, দৌড়ে গিয়ে তা কুড়িয়ে এনে বলল, “বাহ, কি সুন্দর একটা লাঠি পেলাম, খুব তো উড়িয়ে দিচ্ছিলে, দেখো, এটা কত কাজে লাগে।” খরগোশ কিছু না বলে মুচকি হাসল। তারা আবার পথ চলা শুরু করল।

কিছুদূর পরে হঠাৎ দেখা গেল পথ শেষ, সামনে একটা উঁচু ধাপ। খরগোশ এক লাফে উপরে উঠে টিটকারির সুরে বলল, “সঁজারু ভায়া, তুমি তো আবার লাফাতে পার না। কি করবে? কোনও ঘুর পথ ধরে না হয় এসো, আমি বসি।” সজাঁরু কিছুই না বলে একটু ভাবল, তারপর লাঠিটির উপর ভর করে পোল-ভল্টের কায়দায় লাফ দিয়ে উপরে উঠে এল। খরগোশ অবাক।

“দেখলে ফেলনা জিনিস কি কাজ লাগে। চল, সময় হলে আরও কাজ দেখবে।” সঁজারু বলল।

একটু পরে চলার পথে কিছু ফলের গাছের দেখা মিলল। খুব সুন্দর সুন্দর পাকা ফল হযেছে, ঘ্রাণে মৌ মৌ, খরগোশ অনেক লাফ-ঝাঁপ করল, কিন্তু নাগাল পেল না। এদিকে সজাঁরু তার লাঠিটিকেই ছুঁড়ে মারল ও এতে ঝরঝর করে অনেক ফল পড়ল। লাঠিটি লগির কায়দায় ব্যবহার করেও কিছু ফল পাড়ল। পেট ভরে খেয়ে তারা আবার এগুল। কিন্তু, একটু পর একটা পনির নালা তাদের পথ আঁটকাল। খরগোশও তা লাফিয়ে পার হতে পারবে না বলে জানাল। কিন্তু সজাঁরু লাঠিটি সাঁকোর মতো করে পাতালো ও দুজনে তার উপর দিয়ে হেঁটে পার হল।

এদিকে অন্ধকার হয়ে এলে কয়েকটি শেয়াল এসে খরগোশের উপর হামলা করল। কাঁটার ভয়ে সজাঁরুর দিকে তারা এগুল না, কিন্তু তাই বলে সজাঁরু বসে রইল না। সে লাঠিটি নিয়ে দমাদম শেয়ালগুলিকে পেটাতে লাগল। এই অদ্ভুত অস্ত্রের আঘাতে বাবারে মারে বলে শেয়ালগুলি পালাল। খরগোশ বসে বসে হাঁপাচ্ছিল, কোথায়ও তেমন না লাগলেও ভয়েই সে আধমরা, ভাল করে হাঁটতে পারছিল না। সঁজারু তাকে লাঠিটি দিল, তা নিয়ে সে ঠুক ঠুক করে এগুল।

একটু পরে তারা খরগোশের বাড়ি পৌঁছুলো, খরগোশের বউ বাচ্চারা খুব চিন্তা করছিল। খরগোশ তার বৌকে বলল, “এই দেখো, এই বন্ধু আমার জীবন বাঁচিয়েছে।” “আমি না, এই লাঠি।” সঁজারুর এই কথা শুনে খরগোশ পরিবারের সবাই হাসল ও এরপর খুব সমীহ সহকারে লাঠিটিতে হাতে নিয়ে দেখতে লাগল।

“এবং আপনাদের এই লাঠিটি আমি উপহার দিলাম” সঁজারুর এই কথা শুনে বাচ্চারা খুশীতে হাততালি দিতে লাগল।

খরগোশের বৌ বলল, “ভাইয়া, তবে একটা শর্তে আপনার এই উপহার নেব, আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে।” খরগোশ বলল, “না, শুধু খাওয়া নয়। রাতটাও থেকেই যাও। খেয়ে দেয়ে আমরা অনেক গল্প করব।”

সঁজারু মুচকি হেসে রাজী হয়ে গেল।

‘কোনও কিছু ফেলনা নয়’ সিরিজ

গল্প -২: বেখাপ্পা চাকা

এক বনের মধ্যে বাসা বানিয়ে এক সাথে থাকত এক মোরগ, সঁজারু, ব্যাঙ আর মৌমাছি। নানা জাতের হলেও তারা খুব সুন্দর মিলে মিশে থাকত ও প্রত্যেকে যথাসাধ্য পরিশ্রম করত। যত কাটাকুটি রান্না বান্না আর সংসারের ভারী কাজ করত মোরগ। সঁজারু বনে বনে ঘুরে ফলমূল, শাকসব্জি ও খাদ্যশস্য কুড়িয়ে আনত। ব্যাঙ ছিল পানির দায়িত্বে। আর দলের সবচেয়ে ছোট সদস্য মৌমাছি বুনে দিত সবার কাপড়-চোপড়। এই ভাবে তারা বেশ সুখে দিন কাটাত। তবে তারা ভাবত কি করে যার যার কাজ আরও আধুনিকভাবে করা যায়।

একদিন বিকালে তারা ঘুরতে বেড়িয়েছে। দেখে পথের উপর একটি চার চাকার কাঠের ঠেলাগাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তারা ঠিক করল গাড়িটি তারা নিয়ে গিয়ে নিজেদের কাজে লাগাবে। কিন্তু চার জনে মিলে অনেক ধাক্কাধাক্কি করেও গাড়িটিকে একচুলও নড়াতে পারল না।

“আরে, বোকার দল, তোমরা দেখেছো গাড়ির চাকাগুলি উল্টাপাল্টা, একেকটা একেক সাইজের? বহু দিন আগে এক ভালুক এটা বানিয়েছিল, ঠিকমতো হয় নি দেখে ফেলে দিয়েছে” তারা তাকিয়ে দেখে এক খরগোশ তাদের প্রতি হাসতে হাসতে কথাগুলি বলছে। তারা আবার গাড়ীটির দিক তাকিয়ে লক্ষ্য করে খরগোশ ঠিকই বলছে, গাড়ীর চার চাকা চার সাইজের, ঠেলে নেওয়া অসম্ভব।
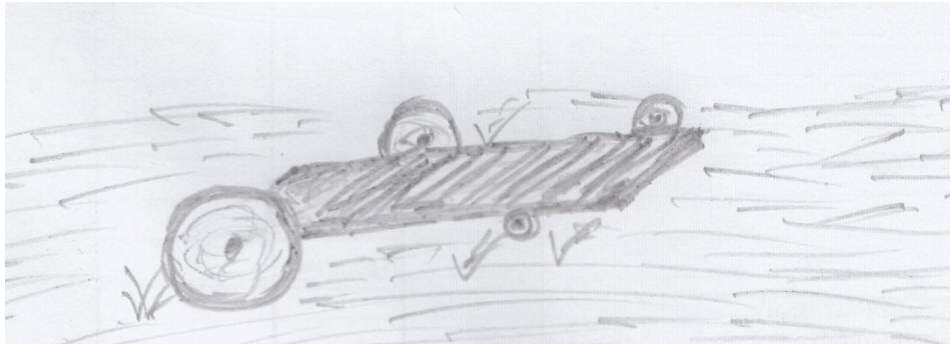
তখন তারা একটা অদ্ভুত কাজ করল। গাড়ীর চাকাগুলি সব এক এক করে খুলতে লাগল, খরগোশ হাঁ করে দেখতে থাকল। চাকাগুলি খোলা হয়ে গেলে সবচেয়ে বড়ো চাকাটি নিল মোরগ, পরেরটা সঁজারু, পরেরটা ব্যাঙ, আর সবচেয়ে ছোটটি নিল মৌমাছি, চাকাগুলি গড়িয়ে নিয়ে তারা বাড়ি চলল।

খরগোশ তাদের কাজ দেখে হেসে বাঁচে না, "হি হি হি, পাগলার দল, এই চাকাগুলি দিয়ে কি হবে? যাহোক পথ থেকে আবর্জনা সরাচ্ছো এটাই ভাল।" এই বলে সে লাফাতে লাফাতে নিজের পথে চলে গেল।

এরপর কয়েক মাস কেটে গেছে, এক সকালে ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে সেই খরগোশের হঠাৎ মনে হল দেখি তো সেই চার পাগলা কি করছে। তার নিজের সময় অবশ্য আজকাল খুব ভাল যাচ্ছে না, কিছু না করে কি খাওয়া জোটে।

টুক টুক করে সে গেল মোরগদের বাসায়। তাদের বাসা সে আগেও দেখেছে, কিন্তু এবার মনে হল বাসার জৌলুস বেড়েছে। বাসার সামনে ছোট্ট লনে বসে তারা গল্প করছিল, আজ উইকএন্ড, ছুটির দিন। খরগোশকে দেখে তারা খুব সমাদার করে সেখানে বসালো।

মোরগ নিয়ে এল এক প্লেট ভর্তি গরম গরম পিঠা আর কেক। সে সেই যে চাকা কুড়িয়ে এনেছিল, তাতে কয়েকটি পাত লাগিয়ে বাড়ীর পাশের ঝরণায় ফিট্ করছে, সুন্দর একটা গম-ভাঙা কল হয়েছে, তাদের এখন আটা ময়দার অভাব নাই, বাজারেও বিক্রয় করে।

একটু পর সঁজারু নিয়ে এল খুবই সুন্দর কিছু আপেল। খরগোশ অবাক হয়ে বলল, "এই আপেল তো এদিক হয় না, কোথায় পেলে?" সঁজারু জানাল ঠিকই অনেক দূর থেকে আনা। তার চাকাটি দিয়ে এক চাকার এক ঠেলাগাড়ী বানিয়েছে তাই দিয়ে সে অনেক দূরের বন থেকে অনেক ভাল ফলমূল নিয়ে আসতে পারে।

আর ব্যাঙ বললো, "এসো, দেখে যাও, আমি কি করি।" খরগোশ দেখে ব্যাঙ তার চাকা দিয়ে একটি কপিকল বানিয়ে পানি তুলছে পাশের একটি কূপ থেকে। সেই পানির সেঁচ দিয়ে খুব সুন্দর একটি বাগান করেছে।

এগুলি দেখে আর ভরপেট খেয়ে খরগোশ যখন বিদায় নিতে যাচ্ছে, ছোট্ট মৌমাছি একজোড়া হাতমোজা নিয়ে উড়তে উড়তে এল, খরগোশের জন্য উপহার। সে তার চাকা দিয়ে একটি বুনন-যন্ত্র বানিয়েছে, তা দিয়েই এই হাতমোজা বানানো। খরগোশ ধীরে ধীরে ফিওে যাচ্ছে আর ভাবছে, সত্যই কত কাজের এই চারটি প্রাণি। একটি বাতিল গাড়ীর চাকাগুলি দিয়ে কতো কি বানিয়েছে।

হঠাৎ সে ঘুরে তাকালো। তারাও ওর দিখে তাকিয়ে ছিল ওকে ঘুরতে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

"আমাকে তোমাদের দলে নেবে? আমিও খুব পরিশ্রম করবো।" খরগোশ হাত কচলাতে কচলাতে বললো।

‘কোনও কিছু ফেলনা নয়’ সিরিজ

গল্প -৩: লেজও ফেলনা নয়, টানলে মাথা আছে

এক শেয়ালের উপদ্রবে গ্রামের লোকেরা খুব পেরেশান। রোজই তা কোনও না কোনও গৃহস্থ বাড়ীতে হানা দিয়ে মুরগী চুরি কওে নিয়ে যায়।

শেষে গ্রামবাসীরা যুক্তি করে কিছু কুকুর পুষলো।

পরের রাতে শেয়াল যথারীতি মুরগী ধরতে এল, এবং একটি বেশ **ডাগড় দেখে** মোরগ নিয়ে যেই পালাচ্ছিল, কুকুরগুলি টের পেয়ে ঘেউ ঘেউ করে ভীষণ তাড়া করলো। শেয়ালও উর্ধশ্বাসে ছুট লাগালো।

ছুটতে ছুটতে গ্রামের বাইরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে এসে শেয়ালের একটু সুবিধা হল। সে সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে ঝোপের মধ্য দিয়ে পার হয়ে যেতে পারে, কুকুরগুলি পারে না। তবে, কুকুরগুলিও একদম নাছোড়, মাঝে মাঝে পিছিয়ে পড়লেও পাছ ছাড়ে না, তাছাড়া তারা সংখ্যায়ও অনেক। আর কিছু কুকুর এগুচ্ছে দুই পাশ দিয়ে ঘিরে ধরার কৌশলে। শেষে একটা ফাঁকা জায়গায় শেয়ালটি প্রায় তাদের নাগালের মধ্যে চলে এল। সেই সময় হঠাৎ ভাগ্যক্রমে একটি গর্ত পেয়ে শেয়াল তার মধ্যে ঢুকে বাঁচল।

কিছুটা স্বস্তি পেলেও শেয়াল শুনতে পেল কুকুরগুলি গর্তের আশে পাশে ঘেউ ঘেউ করছে, সে বের হলেই ধরবে। দেখি বাছাধণেরা কতক্ষণ থাকতে পার, আমারতো কোনও সমস্যা নাই, বসে থাকব যতক্ষণ দরকার হয়, শেয়াল ফিকফিক করে হাসল।

নিরাপদে আছে বটে কিন্তু মহা সমস্যা হচ্ছে সময় কাটানো, বিশেষ করে একটু চঞ্চল প্রাণি শেয়ালের জন্য। সে সময় কাটানোর জন্য নিজে নিজে একটি খেলা তৈরী করল। সে নিজে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে একে একে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, তাকে উদ্ধার করতে কোন অঙ্গ কি ভূমিকা পালন করেছে, সব চেয়ে আগে প্রশ্ন করল পা'কে।

পা খুব গর্বভরে বলল সেই সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে কারণ সে দৌড়িয়েছে। শেয়াল খুব খুশি হল, এক পা দিয়ে সে তার আরেক পা' এর পিঠ চাপড়ে দিল।

এরপর ঠাস্ করে প্রশ্নটি করল সে তার 'মাথা' কে।

মাথা একটু ভেবে বলল, তার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ, সে কৌশল তৈরী করেছে, এবং কৌশল করেই না বেঁচে এই গর্তের মধ্যে ঢুকেছে। শেয়াল বলল, গুড! পা এর মতো এক্সেলেন্ট না হলেও গুড। নিজের মাথা নিজে একটু ঘষল। এবার? এবার? শেয়াল তার সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখে চোখকে প্রশ্ন ছুড়ল।

চোখ বলল আমি দেখেছি, আর আমি শেয়ালের চোখ অন্ধকারেও দেখতে পাই। হ্যাঁ, ভাল, শেয়ালটা স্বীকার করে প্রশ্নটি করল এবার কানকে। কান একটু আমতা আমতা করে বলল, শুনেছি। কুকুরগুলি কতোটা পেছনে আছে সেটা আমি তাদের পা' এর শব্দ শুনে বুঝতে পেরেছি। শেয়াল বলল, চলবে, পাশ!

আর কেউ? কে বাকী? শেয়াল নিজের সারা শরীরের দিকে দেখতে লাগল। নিজেই একটু একটু ল্যাজ নাড়াচ্ছিল, সেই ল্যাজের দিকে চোখ পড়ল, ল্যাজ এবার তোমার পালা। বলো, কি করেছ?

মিথ্যাচারের কায়দাকানুন তথা অশ্বত্থামা হত ইতি গজ কাহিনী

'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' মহাভারতের বহুল আলোচিত একটি উপ-কাহিনী । এই ঘটনা ঘটে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দশম দিনে।

পান্ডবদের তখন ভীষণ বিপর্যস্ত অবস্থা। তাদের মুরুব্বী শরশয্যায় শুয়ে কাতরাচ্ছেন। আর ওদিকে কৌরবদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অজেয় মহাবীর দ্রোণ। পান্ডবরা হাজার হাজার সৈন্য হারাচ্ছে, কিন্তু কোনভাবেই দ্রোণকে পরাস্ত করতে পারছে না। এক পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণায় হঠকারিতার মাধ্যমে দ্রোণকে যুদ্ধ থেকে সরাতে হবে । দ্রোণকে এমন একটি দুঃসংবাদ শোনাতে হবে, যাতে তিনি যুদ্ধ কবা বন্ধ করেন। আর এক অজেয় মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রোণের ছিল তাঁর পুত্র । পান্ডবরা ঠিক করল যে দ্রোণকে শোনাতে হবে যে তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা মারা গেছে ।

তবে এটা যে কেউ বললে তো আর দ্রোণ বিশ্বাস করবেন না। এমন একজনকে এই কথা বলতে যার সত্যবাদী বলে সুনাম আছে। পান্ডবদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের একমাত্র সত্যবাদী বলে কিছুটা সুনাম ছিল। তাই তারা ঠিক করল যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণের কাছে যেয়ে বলতে হবে অশ্বত্থামা হত বা অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে। কিন্তু যুধিষ্ঠির বেঁকে বসল, সে মিথ্যা বলবেই না। তবে এর মধ্যে পান্ডবদের একজন ভীম এক হাতিকে মেরে এসেছে, যে হাতির নাম ছিল নাকি অশ্বত্থামা। তখন সকলে যুধিষ্ঠিরকে বললো যে সে যেন অন্ততঃ বলে, "অশ্বত্থামা হত, ইতি গজঃ" (যার অর্থ হচ্ছে, নিহত হয়েছে অশ্বত্থামা নামের হাতি)। এটা তো সত্য কথাই হবে! তবে এই ইয়ে আর কি অশ্বত্থামা হত এইটুকু বলে বাকীটা একটু আস্তে বলতে হবে! সত্যবাদী যুধিষ্ঠির এতে রাজী হল!

যথারীতি, যুধিষ্ঠির দ্রোণের কাছে গিয়ে বলল, "অশ্বত্থামা হত" তারপর ফিসফিস করে "ইতি গজঃ" । এরপরও ইতি গজঃ বলার সময় পান্ডবরা খোল কর্তাল বাজানো শুরু করল। দ্রোণ শুধু শুনলেন "অশ্বত্থামা হত"। দুঃখ ভারাক্রান্ত এই মহাবীর তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ বন্ধ করে ধ্যানে বসলেন, এবং এই সময় পান্ডবদের একজন গিয়ে তাঁকে হত্যা করল।

অবশ্য এটাই শেষ নয়, এই রকম নানা রকম ছলনার মাধ্যমে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পান্ডবরা জয়ী হয়। তবে তাদের উপর অভিশাপ পড়ে এবং তারা নির্বংশ হয়।

যাহোক মিথ্যাচারের একটি উদাহরণ হিসাবে এই ঘটনা স্বরণীয় আছে। মিথ্যা মিথ্যাই, তার কিছু সত্য মিশালেও মিথ্যা, আংশিকভাবে বললেও মিথ্যা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেও মিথ্যা, যে শ্রোতা তাঁকে পুরোটুকু না বললেও মিথ্যা। এবং শ্রোতারও উচিত কিছু শুনলে তা যাচাই করে নেওয়া।